নীরবতায় আক্রান্ত

▣ শেখর দেব

সেটা ছিল সেকেলের কথা, ভাবতেও অবাক লাগে, যা আজ এত পরিবর্তন।

শান্তিপুর গ্রামে এক কৃষক তাঁর দুই ছেলে ও তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বাস করত। কৃষক তাঁর কৃষিকাজ করেই তার ছেলেকে মানুষ করল, অর্থাৎ এখানে মানুষ বলতে পড়াশুনায় শিক্ষিত করে তুলল। কৃষক ছিল খুবই সৎ যা আজ অন্য কাউকে ঠকিয়ে অর্থাৎ বোকা বানিয়ে এক টাকাও নড়চড় করতেন না। উনার স্ত্রী শহরে এসে অর্থে (টাকায়) সজ্জিত বড় লোকের ঘরের কাজকে স্বল্পতার উদ্দেশ্যে অর্থ রোজগার করত। গ্রাম থেকে শহরে আবার শহর থেকে গ্রাম ..... হাঁটতো কয়েক দশক মাইল ... যার জন্য তাঁরা একটু স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন কাটাতে পারে।

এমন করেই চলতে লাগল ১৫ (পনেরো)টি বছর যার অনুভব ছিল সূর্যের প্রখরতায় মরীচিকায় আক্রান্ত একটি মানব শরীর।

তারপর ধীরে ধীরে কৃষক ও তাঁর স্ত্রী বৃদ্ধাবস্থায় লিপ্ত হতে থাকে, বড় হতে থাকল তাদের ছেলেরা.... চলে গেল শহরে পড়াশুনা করতে, বড় মানুষ হতে... কুড়ে ঘরকে আঁকড়ে ধরে রয়ে গেল শুধু কৃষক ও তাঁর স্ত্রী আর রয়ে গেল ছেলেদের স্মৃতি।

আজ ঠিক আছে.... পরবর্তী সময় হয়ত ছেলেরা তাদের মা-বাবাকে দেখতে আসবে অথবা তাদেরকে ছেলেদের আনন্দের বিলাস মহলে নিয়ে যাবে....।

সেটা কি সত্যিই সম্ভব হয়েছিল ! সম্ভব তো দূরে থাক কৃষকের লেখা একটি চিঠিরও উত্তর দেবার সময়টুকু হয়ে উঠেনি... কারণ তারা সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর লোক... তাঁরা এত ব্যস্ত ছিল যে মা-বাবার সাথে দেখা করা, উনাদের ভালোমন্দ খবর নেওয়ার সময়টুকু নেই।

এতে করে ৮ (আট)টি বছর পার হয়ে গেল ছেলে তার মা-বাবার খবর পর্যন্ত নেয়ই নি। তারপর তারা একদিন মারা গেল।

এই খবরটুকু শুনে বলল আপদ বিদেয় হলো।

এই আমাদের শিক্ষিত সমাজ... যে সমাজ... কুকুরকে এমনভাবে পোষ মানায়... যে কুকুরকে কোন সময় কোন কাপড় পরাতে হবে, স্নান করাতে হবে এবং কী কী খাওয়াতে হবে তারও একটি মেনু চার্ট থাকে। কারণ কী জানেন ... কারণ শিক্ষিত সমাজের বাড়িতে কুকুরের লালন পালনের মূল্যায়নে তাদেরকে মূল্যায়িত করা হয়।

একটি পশু হাসপাতালে কুকুরকে নিয়ে যে ভাবে বাবা-রে সোনা-রে বলে ডাক দেওয়া হয় বা বাবা-সোনা বলে ঔষধ খাওয়ানো হয়... তার চরিত্র মনে হয় নিজের আসল মা-বাবার উপর প্রকাশ পায় না।

যা হল আমাদের শিক্ষিত সমাজ।।

যা আজ নিস্প্রাণ নিস্তব্ধতায় পাথরে চাপা পড়ে আছে।